বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে পুলিশের কোনো অভিযানই নেই

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধা দিচ্ছেন স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা?

আরিফুর রহমান/আনু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

ইসলামী জঙ্গী সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার অপারেশন কমান্ডার সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে গা করছে না পুলিশ। এ ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ থাকলেও পুলিশের ঢিলেঢালা ভাব চোখে পড়ছে। তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে , মুখে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের চেষ্টার কথা পুলিশ বললেও গতকাল পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার অভিযানই পরিচালনা করেনি তারা।

উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সর্বহারা দমনের নামে একাধিক খুন, অপহরণ, নির্যাতন আর চাঁদাবাজির নেতৃত্বদানকারী বাংলা ভাইয়ের ব্যাপারে পুলিশের মনোভাব আসলে কী তা নিয়ে এখন স্থানীয়ভাবে জোর প্রশ্ন উঠেছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বাংলা ভাই ও তার শীর্ষস্থানীয় ক্যাডারদের সঙ্গে পুলিশের এখনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও গত ২৪ মে পুলিশ পাহারায় নওগাঁ জেলার রানীনগর থানার ভেটী ফাজিল মাদ্রাসার অস্থায়ী ক্যাম্পে বাংলা ভাই অনুসারীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। অথচ এই পুলিশই নাকি তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদের যোগাযোগ করা হলে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, বাংলা ভাইয়ের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা) কাজ করছে। তার উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পেলেই পুলিশ সেখানে হানা দেবে। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে সে সটকে পড়েছে।

আলোচিত এই বাংলা ভাই সটকে পড়েছে নাকি তাকে সরে যেতে পুলিশই সহায়তা দিয়েছে– এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ২৫ মে ভেটী মাদ্রাসা ক্যাম্পে যখন ডিআইজির নেতৃত্বে পুলিশ দল যায় তার আগের রাতে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাদ্রাসার আশপাশের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী আলাপকালে বলেন, একান্তে ওই বৈঠকের পরের দিনই আচমকা ক্যাম্প গুটিয়ে বাংলা ভাই ও তার অনুসারীরা সরে পড়ে।

গত কয়েক দিন বাংলা ভাই আত্মগোপনে থাকলেও বাগমারা, রানীনগর ও আত্রাইয়ে তার শীর্ষ সহযোগী অধ্যাপক লুৎফর রহমান, বেসারাতুল্লাহ, মাহতাব মাস্টার, আবদুল হালিম, মাহমুদ হোসেন, আবুল হোসেন, আবদুল লতিফ সরদার, নাজু ওরফে সিমার, হেমায়েত হোসেন হিমু, হাজি মোফাজ্জল ও আবদুল হাকিম প্রকাশ্যেই আছে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি বা তাদের ওপর কোনো গোয়েন্দা নজরদারিও নেই। এদের নিয়ে উল্টো পুলিশ সর্বহারা পাকড়াও অভিযান চালাচ্ছে। বিস্ময়কর হলো, এদের অনেকের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মোবাইল ফোনে বাংলা ভাইয়ের যোগাযোগ হচ্ছে। বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বাগমারার আবদুল হালিম আলাপকালে প্রতিবেদককে বলেছেন, বাংলা ভাই নিরাপদে আছেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

বৃহত্তর রাজশাহীর একাধিক মহলের প্রশ্ন– যেখানে ওই অপারেশন কমান্ডারের সহযোদ্ধারা বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে থেকেই তো তার অবস্থানের খবর বের করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি পুলিশ কাজটি করতে পারছে না, নাকি আগ্রহই দেখাচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশটি রাজশাহীর সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছায় ২১ মে। অথচ পরের দিন ২২ মে কয়েক হাজার সশস্ত্র ক্যাডার রাজশাহী শহর দাপিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দেয় বাংলা ভাই ও জাগ্রত মুসলিম জনতার পক্ষে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্মারকলিপি প্রদানকারীদেরকে রাজশাহীর পুলিশ সুপার স্বাগত জানান এবং বলেন, সর্বহারা দমনে আপনাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

জঙ্গি নেতা বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগের অসংখ্য উদাহরণ আছে। ৩ মে বাগমারার হামিরকুৎসা ইউনিয়নের রামরামা গ্রামের একটি বাড়িতে বসে প্রথম আলোর সঙ্গে যখন বাংলা ভাই কথা বলেন, তখন তার পাহারায় উপস্থিত ছিল গাড়িভর্তি পুলিশ। ৯ মে বিকেলে বাংলা ভাই হঠাৎ বাগমারা থানায় গিয়ে ওসিকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং গালাগাল দেন, তখন থানার সেকেন্ড অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

অথচ সেই পুলিশের কাছে এখন বাংলা ভাইয়ের বিষয়ে কোন তথ্য নেই বলে দাবি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, পুলিশ আসলে নাটক করছে। তারা বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করতে চাইছে না। কারণ গ্রেপ্তার হলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসতে পারে।

জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি, রাজশাহীর অধিবাসী তোফাজ্জল হোসেন তপুও মনে করেন, পুলিশ যথেষ্ট তৎপর নয়। তার মতে, আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারো নেই। বাংলা ভাইয়ের কারণে সরকারের বদনাম হচ্ছে।

পুলিশের স্থানীয় এক কর্মকর্তা বলেন, বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হবে না। কারণ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে চায় না। ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, কাউকে পালাতে দিয়ে গ্রেপ্তার করে কীভাবে? এই কর্মকর্তা জানান, পুলিশ মুখে গ্রেপ্তার গল্প চালিয়ে যাবে।

একাধিক রাজনৈতিক ও পুলিশ সূত্র জানায়, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ এসেছে বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে। আর গ্রেপ্তার না করার ব্যাপারে মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর নির্দেশ আছে সরাসরি। এই সরাসরি নির্দেশকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। এ ব্যাপারে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন স্থানীয় অনেকেই।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভূমি উপমন্ত্রী। প্রথম আলোর সঙ্গে গতকাল মোবাইল ফোনে আলাপকালে তিনি বলেন, বাংলা ভাই বা তার বাহিনীর কোনো কার্যকলাপ নাটোর জেলায় নেই। আমি ওই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলতে পারি। আর প্রধানমন্ত্রী যখন কাউকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন সেটা আমাদের জন্য আইন হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর কথার পরে তো আর কোনো কথা চলেনা। বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি বলেন, যতদূর জানি পুলিশ চেষ্টা করছে। তবে পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কারণে সে হয়তো সরে পড়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

নাগরিক সমাবেশ কাল

আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় রাজশাহী নাগরিক সমাজের উদ্যোগে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে এক নাগরিক সভা আহ্বান করা হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন, সিপিবির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ নাগরিক সমাজের পক্ষে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

আবু তালেবের সন্ধান মেলেনি

বাগমারা (রাজশাহী) প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘ ৫১ দিন পরও বাগমারার সাজুড়িয়া গ্রাম থেকে অপহৃত আবু তালেব ওরফে ভুট্টার (১৯) সন্ধান মেলেনি। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের হাতে অপহৃত ভুট্টার পরিণতি রানীনগরের যুবলীগ নেতা খেজুরের মতো হয়েছে বলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সন্তানকে না পেয়ে বৃদ্ধ মা পাগলপ্রায়।

ভুট্টার আত্মীয়স্বজন একাধিকবার বাংলা ভাইয়ের কাছে তার সন্ধান চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান। তারা বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের কাছে ভুট্টার লাশ চেয়েও পাননি। পরিবারের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাকে খুন করে লাশ হামিরকুৎসা ক্যাম্পের আশপাশে পুঁতে রাখা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে তার বাড়িতে গিয়ে ভুট্টার কথা জিজ্ঞেস করলে এলাকার লোকজন জানান, ভুট্টা নিরীহ ছেলে ছিল। সে সর্বহারা করত এমন তথ্য কেউ দিতে পারেনি। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমও সর্বহারা দলের সঙ্গে ভুট্টার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি।